রুযী ও বর্কতের চাবিকাঠি

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহই আমাদের রুযীদাতা। যে রুযী পাই সেই রুযীতে বর্কতদাতা তিনি। অনেকের রুযী আছে, রুযী কামায়ের পথ আছে। কিন্তু তবুও যেন, 'নাই নাই, চাই চাই, খাই খাই।' 'হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই।' আর তার মানেই হল তার রুযীতে বর্কত নেই। কারণ, রুযীতে বর্কত থাকলে অল্পতে কাজ হয়। অভাব থাকে না। পক্ষান্তরে বর্কত না থাকলে বেশীতেও কাজ হয় না। অভাব ঘোঁচে না।

বর্কত শুধু রুযীতেই নয়; বরং বর্কত হয়, সংসারের সকল জিনিসের উপর। বাড়ি, গাড়ি, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু, ধন-সম্পদ, শিল্প, ব্যবসা, চাষ, কামাই, ইল্ম, জ্ঞান, দাওয়াতী কর্ম প্রভৃতিতে। আর এ সব কিছুতে বর্কত চাইলে নিম্নের উপদেশ ও পথ-নির্দেশনা গ্রহণ কর। ইন শাআল্লাহ বর্কত পাবে। অবশ্য সেই সাথে কাজ করে যাওয়া তোমার দায়িত্ব।

১। আল্লাহর তাকওয়া মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত রাখ। এটি এমন একটি ধনভান্ডার যার বর্কতে তোমার জীবনের সব কিছু প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "গ্রামবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং মুত্তাকী হত, তাহলে তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বর্কতসমূহের দরজা খুলে দিতাম।" *(সূরা আ'রাফ ৯৬ আয়াত)* তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উদ্ধারের পথ সহজ করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রুযী দান করেন, যে জায়গা থেকে রুযী আসার কথা সে কল্পনাও করতে পারত না।" *(সূরা ত্বালাক্ব ২-৩ আয়াত)*

২। আল্লাহর উপর যথার্থ আস্থা ও ভরসা রাখ। "আর যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন।" *(সূরা ত্বালাক্ব ৩ আয়াত)* মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা যদি যথার্থরূপে আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, তাহলে ঠিক সেই রকম রুযী পাবে, যে রকম পাখীরা রুযী পেয়ে থাকে; সকাল বেলায় খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে বাসায় ফিরে।" *(আহমাদ)*

৩। অভাব পড়লে মাথা উঁচু রাখ এবং আল্লাহর কাছে তোমার অভাবের কথা জানাও; কোন মানুষের কাছে নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "যার অভাব আসে, সে যদি তা মানুষের কাছে (পূরণের কথা) জানায়, তাহলে তার অভাব দূর হয় না। কিন্তু যার অভাব আসে, সে যদি তা আল্লাহর কাছে (পূরণের কথা) জানায়, তাহলে তিনি বিলম্বে অথবা অবিলম্বে তার অভাব দূর করে দেন।" *(তিরমিযী)*

৪। নিয়মিত কুরআন তিলাঅত কর; কুরআন হল বর্কতময় জিনিস।

৫। নিয়মিত দুআতে বর্কত প্রার্থনা কর, অপরকে রুযী দান করে তার কাছে বর্কতের দুআ নাও।

৬। নিয়মিত ইস্তিগফার (আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাক। কারণ, তাতে রুযী আসে। মহান আল্লাহ হযরত নূহ ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) কর। তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন। আর তোমাদের জন্য বাগান তৈরী করে দেবেন এবং প্রবাহিত করে দেবেন নদী-নালা।" *(সূরা নূহ ১০- ১২)*

৭। যতটাই রুযী তুমি পাও, যে হালেই তুমি থাক, সর্বহালেই আপনি রুযীদাতার শুকরিয়া আদায় কর। কারণ, শুকরে সম্পদ বৃদ্ধি হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।" *(সূরা আলে ইমরান ১৪৪)* "তোমরা কৃতজ্ঞ হলে, আমি অবশ্যই তোমাদের ধন আরো বৃদ্ধি করব। আর কৃতঘ্ন হলে আমার আযাব নিশ্চয়ই কঠিন।" *(সূরা ইবরাহীম ৭)*

মহান প্রতিপালক আল্লাহ আমাদেরকে কত নেয়ামত দান করেছেন, তা গুনে শেষ করা যায় না। এই সকল নেয়ামতের শুকর আদায় করা বান্দার জন্য ফরয। শুকর আদায়ের নিয়ম হল, প্রথমতঃ অন্তরে এই স্বীকার করা যে, এই নেয়ামত আল্লাহর তরফ থেকে আগত। দ্বিতীয়তঃ মুখে তার শুকর আদায় করা। তৃতীয়তঃ কাজেও শুকর প্রকাশ করা। অর্থাৎ, সেই নেয়ামত তাঁরই সন্তুষ্টির পথে; গরীব-মিসকীনদের অভাব মোচনের পথে, আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার পথে এবং তাঁর শরীয়তকে বাঁচিয়ে রাখার পথে খরচ করা। অন্যথা নাশুকরী বা কৃতঘ্নতা হবে।

৮। মন থেকে লোভ দূর কর। কারণ, লোভে বর্কত বিনাশ হয়। মহানবী ﷺ হাকীম বিন হিযাম ﷺ-কে বলেন, "হে হাকীম! এ মাল হল (লোভনীয়) তরোতাজা ও সুমিষ্ট জিনিস। সুতরাং যে তা মনের বদান্যতার সাথে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বর্কত দেওয়া হবে। আর যে তা মনের লোভের সাথে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বর্কত দেওয়া হবে না। তার অবস্থা হবে সেই ব্যক্তির মত, যে খায় অথচ তৃপ্ত হয় না।" *(মুসলিম)*

৯। ব্যবসা-বাণিজ্যে সত্য কথা বল। মিথ্যা বিলকুল বর্জন কর। মহানবী ﷺ বলেন, ব্যবসায়ী (ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে) যদি (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) খুলে বলে তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত দেওয়া হয়। অন্যথা যদি (পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি) গোপন করে এবং মিথ্যা বলে তাহলে বাহ্যতঃ তারা লাভ করলেও তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বর্কত বিনাশ করে দেওয়া হয়। আর মিথ্যা কসম পণ্যদ্রব্য চালু করে ঠিকই, কিন্তু তা উপার্জনের (বর্কত) বিনষ্ট করে দেয়।" *(বুখারী ২১১৪, মুসলিম ১৫৩২, আবূদাউদ ৩৪৫৯, তিরমিযী ১২৪৬নং, নাসাঈ)*

১০। সূদ খাওয়া তথা সর্ব প্রকার হারাম উপার্জন বর্জন কর। ব্যাংকের সূদও সূদ। অতএব তাও ত্যাগ কর। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৬)* মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিই বেশী-বেশী সূদ খাবে তারই (মালের) শেষ পরিণাম হবে অল্পতা।" *(ইবনে মাজাহ ২২৭৯, হাকেম ২/৩৭, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৮নং)*

সূদখোর সূদ খেয়ে তার মালের পরিমাণ যত বেশীই করুক না কেন, পরিণামে তা কম হতে বাধ্য। আপাতদৃষ্টিতে তা প্রচুর মনে হলেও বাস্তবে তার কোন মান ও বর্কত থাকবে না। এ শাস্তি হবে আল্লাহর তরফ থেকে।

১১। সকাল সকাল কাজ সার। ফজরের পর সকালের মাঝে বর্কত আছে। নবী ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের প্রত্যূষে বর্কত দাও।" আর তিনি কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলে সকাল-সকাল প্রেরণ করতেন। সাহাবী সখ্র ﷺ একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনিও সকাল-সকাল ব্যবসায় (লোক) পাঠাতেন। ফলে তিনি ধনবান হয়েছিলেন এবং তাঁর মাল-ধন হয়েছিল প্রচুর। *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাউদ ২২৭০নং)*

১২। খাবারে বর্কত পেতে সুন্নাহ অনুযায়ী খাও। মহানবী ﷺ বলেন, "খাবারের মধ্যভাগে বর্কত নামে। অতএব তোমরা মাঝখান থেকে খেয়ো না।" *(বুখারী)*

১৩। তোমার কাছে যেটুকুই মাল আছে, তা থেকে কিছু করে দান কর। আর মোটেই বখীলী (কার্পণ্য) করো না। কারণ, দানে মাল বর্কত লাভ করে এবং কার্পণ্যে মাল ধ্বংস হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা যা (আল্লাহর পথে) খরচ কর, আল্লাহ তার স্থলে আরো প্রদান করে থাকেন।" *(সূরা সাবা ৩৯ আয়াত)* আল্লাহ বলেন, "হে আদম সন্তান! 'তুমি (অভাবীকে) দান কর আমি তোমাকে দান করব।" *(মুসলিম ৯৯৩ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন "বান্দা প্রত্যহ প্রভাতে উপনীত হলেই দুই ফিরিশ্তা (আসমান হতে) অবতরণ করে ওঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও।' আর দ্বিতীয়জন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।" *(বুখারী ১৪৪২ নং, মুসলিম ১০১০ নং)*

"যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে - আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না - সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।" *(বুখারী ১৪১০নং, মুসলিম ১০১৪নং)*

এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সওয়াবের দিক থেকে কোন সদকাহ সবচেয়ে বড়?' উত্তরে তিনি বললেন, "তোমার সুস্থতা ও অর্থপ্রয়োজন থাকা অবস্থায় কৃত সদকাহ, যখন তুমি দারিদ্রকে ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আশা কর। আর এ ব্যাপারে গয়ংগচ্ছ করো না। পরিশেষে তোমার প্রাণ যখন কণ্ঠাগতপ্রায় হবে তখন বলবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত (সদকাহ), অথচ তা তো (প্রকৃতপক্ষে) অমুক (ওয়ারিসের) জন্যই।" *(বুখারী ১৪১৯ নং, মুসলিম ১০৩২ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন "গোপনে দান প্রতিপালকের ক্রোধ দূরীভূত করে, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে, আয়ু বৃদ্ধি করে। আর পুণ্যকর্ম সর্বপ্রকার কুমরণ থেকে রক্ষা করে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে ৩৭৬০ নং)*

১৪। তালেবে ইল্মকে ইল্ম তলবে সহায়তা কর। ইল্ম অনুসন্ধানে তাকে অর্থ দিয়ে যথার্থ সহযোগিতা কর। তাতেও তোমার শিল্প, বাণিজ্য ও জীবিকা বর্কতলাভ করবে। আল্লাহর রসূল ﷺ এর যুগে দুই ভাই ছিল। একজন নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর হাদীস ও ইল্ম শিক্ষা করত। অপরজন কোন হাতের কাজ করে অর্থ উপার্জন করত। একদা এই শিল্পী ভাই নবী ﷺ এর নিকট হাযির হয়ে অভিযোগ করল যে, তার ঐ (তালেবে ইল্ম) ভাই তার শিল্পকাজে কোন প্রকার সহায়তা করে না। তা শুনে তিনি তাকে উত্তরে বললেন, "সম্ভবতঃ তুমি ওরই (ইল্ম শিক্ষার বর্কতে) রুযী পাচ্ছ!" *(তিরমিযী ২৩৪৫, সিঃ সহীহাহ ২৭৬৯নং)*